শ্রীমায়ের জীবনপঞ্জির আলোকে মূল্যবোধ

সুবোধ চৌধুরী

কয়েকটি জীবনে মূল্যবোধঃ শ্রীমা সারদাদেবী ● *লেখকঃ* ***ঋতেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য*** ● *প্রকাশকঃ এ. কে. চ্যাটার্জি, অছি-সভাপতি, বিবেকানন্দ নিধি* ● *মূল্যঃ ১২০ টাকা* ● *পৃষ্ঠাসংখ্যাঃ ১৪৪* ● *প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০০৩।*

ঋতেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত **'কয়েকটি জীবনে মূল্যবোধঃ শ্রীমা সারদাদেবী'** গ্রন্থখানি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা যুগপৎ ভক্তি ও মূল্যবোধের নৈবেদ্যস্বরূপ। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রস্তাবনায় জানিয়েছেন, 'বিবেকানন্দ নিধি'র প্রকাশনামালায় এটি দ্বিতীয় সংযোজন। 'রোদসী' পত্রিকায় একসময় এগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি শ্রীমা সারদাদেবীর ১৫১তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।

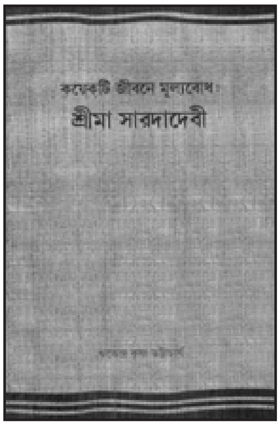

গ্রন্থকার শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন। পর্যায়গুলি যথাক্রমে 'সারু, সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা'; 'পঙ্কজ'; 'শ্রী, সরস্বতী, সত্যজননী'; 'স্বে মহিম্নি'। এই পর্যায়গুলির বিন্যাস ও তাৎপর্য লেখকের কথায়ঃ "সারু থেকে সারদা হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণে তাঁর উন্মেষ, পাঁকে থেকে পঙ্কজে বিকশিত হওয়া, 'অনেক বেশি করতে হবে' আদেশ পালনে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা সঙ্ঘবদ্ধ করতে এবং এই আলোর শুদ্ধ বিকিরণে তাঁর শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীরূপে প্রকাশ এবং মূল্যবোধের উৎস সন্ধানে তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন।" তবে চারটি পর্যায়ের বিশ্লেষণে লেখক সুস্পষ্ট ভাগ দেখাতে পারেননি; মূল্যবোধের পটভূমিকায় প্রায় একই কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক মূল্যবোধের উন্মেষ, পরিবর্তন, সম্প্রসারণ প্রভৃতির কথা তুলেছেন। এগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে পাঠকের পক্ষে বিষয়টি অনুধাবন করতে সুবিধা হতো। লেখক একস্থানে মন্তব্য করেছেনঃ "আমরা জন্মগ্রহণ করি কিছু মূল্যবোধ নিয়ে।... বড় হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণ হলেও জন্মগত মূল্যবোধের প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী।" 'জন্মগত মূল্যবোধ' কথাটিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল; নতুবা লেখকের কথাগুলি পাঠকের নিকট স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে।

শ্রীমায়ের আলোচনায় দু-একটি স্থলে আপাতবিরোধী মন্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন একস্থানে লেখক লিখেছেনঃ "নির্বাসনা হলে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় পৌঁছানো যায়। সারদামণিকে আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখছি স্থিতপ্রজ্ঞ।" (পৃঃ ৩৬) আবার একস্থানে লিখেছেনঃ "সারদামণিকে আগে ভাবরাজ্যে অবস্থান করতে বিশেষ দেখা যায়নি।" (পৃঃ ৫৩) একটি প্রসঙ্গে লেখকের উক্তিঃ "আর সারদামণি বলছেন, বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যা বললে দোষ নেই।" (পৃঃ ৪৮) এই উক্তির উৎস কী তা নির্দেশ করা নেই। তাছাড়া কোন কথাকে তার পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাও সমীচীন নয়। তাই এধরনের উক্তি না থাকলেই ভাল হতো। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তব্য-বিষয় সংক্ষেপে পরিবেশিত হওয়ায় পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে বলেই মনে হয়।

গ্রন্থটির সূচনায় লেখক শ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়ে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, সন্দেহ নেই। শ্রীমা তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং লেখক সেগুলিকে শ্রীমায়ের জীবনপঞ্জির আলোকে তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। গ্রন্থের উপসংহার অংশে ('স্বে মহিম্নি') শ্রীমায়ের মূল্যবোধের উৎস ও গতিসন্ধানে লেখক গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিশ্বরূপের বিশ্লেষণ করেছেন। অর্জুন যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণ-ভাবপরিমণ্ডলের অগণিত ভক্ত বিশ্বরূপের অধিকারিণী সারদাদেবীর যথার্থ রূপ মননের মাধ্যমে অনুধাবন করবেন—এই বিশ্বাস অন্তরে রেখে গ্রন্থকার 'শতরূপে সারদা'র প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

বইটির মূল্য একশো কুড়ি টাকা; মূল্য একটু কম হলে ভক্তদের সহজে সংগ্রহ করতে সুবিধা হতো। সর্বোপরি, বইটির মুদ্রণ-পারিপাট্য, কাগজের মান এবং তথ্যপঞ্জির নির্দেশ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবি রাখে। শ্রীমা সারদাদেবীর একটি মূল্যবান ছবি গ্রন্থটিতে গ্রথিত হয়েছে; মনে হয় শ্রীমা যেন দিব্যজ্যোতিতে সকল ভক্তকে আশীর্বাদ করছেন। ❑

কালের চালচিত্রে চিন্ময়ী প্রতিমা

সুবোধ চৌধুরী

কালের চালচিত্রে শ্রীমা সারদা ● *লেখক ঃ* ***অমরেন্দ্রনাথ আদক*** ● *প্রকাশক ঃ* ***এস. বি. নায়ক, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩*** ● *মূল্য ঃ* ***৫০ টাকা*** ● *পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ* ***১২৮*** ● *প্রকাশকাল ঃ* ***২০০৭।***

এক প্রবীণ ভক্তকে বলতে শুনেছিলাম ঃ "স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত 'শ্রীমা সারদা দেবী' এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'শতরূপে সারদা'—এই দুটি গ্রন্থে জগজ্জননী সারদাদেবীর সর্বাত্মক পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এর পর আর কোন গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন নেই।" সেই প্রবীণ ভক্তের ভক্তিবিহ্বল উক্তিকে সেদিন সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারিনি। কারণ, শ্রীমা সারদাদেবীর সহস্র রূপ দেখেও যেন মনে তৃপ্তি হয় না। ঘরের মা যখন চিন্ময়ী সত্তায় রূপান্তরিত হন, তখন তাঁর জগন্ময়ী রূপ সন্তানকে রূপের জগৎ থেকে ভাবের জগতে নিয়ে যায়। তখন ঘরের মা সন্তানের নিকট হয়ে ওঠেন মহাভাবস্বরূপিণী। মহাভাবের স্বরূপের তো অন্ত নেই।

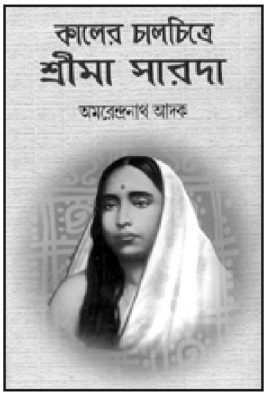

লেখক অমরেন্দ্রনাথ আদক ভক্ত মানুষ; রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর আশীর্বাদপুষ্ট এবং সর্বোপরি শ্রীমা সারদাদেবীর চিন্ময়ী সত্তার আশীর্বাদ লাভ করেছেন তিনি। তিনি লিখেছেন ঃ "শ্রীমায়ের বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে আমার মনের মধ্যে যে-মাতৃমূর্তি তৈরি হয়েছে, তারই প্রতিবিম্বিত রূপ উপস্থাপন করা গেল। পশ্চাতে দেওয়া হল সমকালের চালচিত্র।" কালের চালচিত্রে সারদাদেবী কীভাবে অধ্যাত্মলোকের স্নিগ্ধ আলো ফেলেছেন, তারই আলোচনা প্রসঙ্গত এসেছে।

লেখকের গ্রন্থটি মোট কুড়িটি অধ্যায়ে রচিত; প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনামে অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটি প্রতিফলিত। অধ্যায়গুলিতে সারদাদেবীর জীবনের ঘটনাবলি তাৎপর্যমণ্ডিত করে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। কখনো দৈবী মহিমা আভাসিত হয়েছে, কখনো বা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে। এ যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতুবন্ধন। গীতা, ভাগবত, বৈষ্ণব পদাবলি, রামপ্রসাদী গান প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কখনো নানাবিধ উপমায় বিভূষিত করে লেখক মাতৃবন্দনাকে হৃদয়-বেদ্য করে তুলেছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে লেখকের গবেষণা-সম্পৃক্ত মনের পরিচয় ধরা পড়েছে। সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসার পথে কোন্ জায়গাটিতে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে কালো মেয়েটির (সম্ভবত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভবতারিণী) পরিচর্যা লাভ করেছিলেন, লেখক সেই জায়গাটির অবস্থান আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। কালের চালচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি ইউরোপের শিল্পবিপ্লব, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ, ইংরেজ শাসনের ভয়াবহ চিত্র প্রভৃতির কথা তুলেছেন এবং সেগুলিতেও লেখকের গবেষণাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের ঘটনাকে অবিকৃত রেখে তার মধ্য দিয়ে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। লেখক এখানে জীবনীকার, ইতিহাস-ব্যাখ্যাতা এবং অধ্যাত্মচিন্তায় উদ্বুদ্ধ দার্শনিকের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন একত্রে। লেখকের চিন্তার মৌলিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

লেখকের বক্তব্য-ভঙ্গিটি সহজ, সরল ও সাবলীল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি কষ্টকল্পিত উপমার আশ্রয় গ্রহণ করে বক্তব্য-বিষয়কে জটিল করে ফেলেছেন। দু-একটি ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। যেমন গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় শ্রীরাধার প্রসঙ্গ টেনে আনা কিছুটা অবান্তর বলে মনে হয়। এরকম উদাহরণ আরো কিছু কিছু আছে। শব্দ ব্যবহারে দু-এক জায়গায় অসঙ্গতি দেখা যায়। একালের কোন লেখক রানি রাসমণির বিশেষণ হিসাবে 'শূদ্র রমণী' কথাটি ব্যবহার করবেন, তা ভাবা যায় না। সর্বোপরি গ্রন্থটিতে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও কালের চালচিত্র—দুটির ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি, যদিও গ্রন্থটির 'সবিনয় নিবেদন' অংশে লেখক তাঁর বক্তব্য বুঝাতে চেয়েছেন।

প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী; মা যেন সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুদ্রণ ও বাঁধাই প্রভৃতিতে যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট।

পরিশেষে বক্তব্য, শ্রীমা সারদাদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে আরো অনেক বইয়ের মধ্যে এই বইটি হারিয়ে যাওয়ার নয়। রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী ভাবপরিমণ্ডলে গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে, সন্দেহ নেই। ❑